সমকাল

জেএসসির প্রশ্ন ফাঁসের প্রমাণ মিলেছে

■ সাব্বির নেওয়াজ

মাত্র আট দিন আগে অনুষ্ঠিত জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রমাণ পেয়েছে সরকারি তদন্ত কমিটি। প্রশ্ন ফাঁসের উৎস খুঁজে বের করতে পারেনি তারা। এ দায়িত্ব পুলিশের কোনো গোয়েন্দা সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার সুপারিশ করেছে কমিটি। আগামী দু'একদিনের মধ্যেই ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে পুলিশের মহাপরিদর্শক বরাবর চিঠি দেবে বলে জানা গেছে।

অপরদিকে, চলমান প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিএসসি) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের তদন্ত প্রক্রিয়া আটকে গেছে। তদন্ত কমিটির সদস্যরা জানিয়েছেন, টানা অবরোধের কারণে তারা ঢাকার বাইরে যেতে পারছেন না। তাই তদন্তও করা যাচ্ছে না।

চলতি বছরের জেএসসির ইংরেজি, বাংলাসহ কয়েকটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র আগেভাগেই পত্রিকায় ছাপা হলে তদন্তের জন্য ঢাকা বোর্ডের উপ-পরিচালক ফজলে এলাহীকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্য দুই সদস্য হলেন উপসচিব (প্রশাসন) নাজমুল হক ও উপসচিব (বৃত্তি) আবুল হোসেন মোল্লা। কমিটিকে ১০ কর্মদিবসের মধ্যে তাদের প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছিল। এ কমিটি গত রোববার তাদের প্রতিবেদন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর তাহ্‌মিনা বেগমের কাছে জমা দেয়।

জানা গেছে, ওই তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছরের জেএসসিতে কয়েকটি বিষয়ের কিছু কিছু প্রশ্ন দাঁড়ি-কমাসহ প্রকৃত প্রশ্নের সঙ্গে মিলে গেছে, যা প্রশ্নপত্র ফাঁসের সন্দেহকে যথেষ্ট ঘনীভূত করে। তবে তদন্তকালে হুবহু পুরো একটি প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কোনো প্রমাণ মেলেনি। তাই এটাকে প্রশ্নপত্র ফাঁস বলা না গেলেও কিছু কিছু প্রশ্ন কোনোভাবে আগেভাগে বাইরে চলে যাওয়ার ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে কারা এর সঙ্গে জড়িত তার গভীরে গিয়ে তদন্ত করা এ কমিটির পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য এ দায়িত্ব আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে দেওয়া যেতে পারে। কমিটি বেশকিছু সুপারিশ করেছে।

গতকাল এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর তাহ্‌মিনা বেগম সমকালকে বলেন, কোনো কুচক্রী মহল কৌশলে নিজেদের আড়ালে রাখতে পুরো প্রশ্নপত্র ফাঁস না করে কিছু কিছু প্রশ্ন বাইরে ছড়িয়ে দিয়ে থাকতে পারে। তবে ব্যাপক আকারে কিছু ঘটেনি।

তদন্ত কমিটির প্রধান ফজলে এলাহী সমকালকে বলেন, তদন্তকালে কোনো বিষয়ের হুবহু প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রমাণ তারা পাননি। তবে কিছু কিছু প্রশ্ন মিলে গেছে।